রোগীমৃত্যু ঘিরে মালদা মেডিকেল কলেজে ধুন্ধুমার

মালদা, ১১ জানুয়ারি ঃ রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে ধুন্ধুমার বেধে গেল মালদা মেডিকেলে। রোগীর আত্মীয়দের হাতে বেধড়ক মার খেতে হল জুনিয়ার চিকিৎসকদের। আর তার জেরে এমএসভিপির পদত্যাগ চেয়ে শুক্রবার দিনভর আন্দোলন চালালেন হবু ডাক্তাররা। হবু ডাক্তারদের কর্মবিরতির জেরে হয়রান হতে হল রোগীর আত্মীয়দের।

রোগীমৃত্যুতে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মালদা মেডিকেলে জুনিয়ার চিকিৎসককে মারধর ও হেনস্তার আভিযোগ ওঠে রোগীর আত্মীয়-পরিজনদের বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে শুক্রবার দুপুর থেকে কাজ বন্ধ রেখে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। এদিন দিনভর মেডিকেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় রাত অবধি অব্যাহত থাকে চিকিৎসকদের বিক্ষোভ। তবে এই ঘটনায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ৪ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

জুনিয়ার চিকিৎসকদের এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন অন্য চিকিৎসকরাও। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই। যেকোনো সময় রোগীর আত্মীয় থেকে বহিরাগতরা ওয়ার্ডের ভেতরে ঢুকে পড়েন। নার্স ও চিকিৎসকদের সঙ্গে বিনা কারণে ঝামেলা করেন এঁদেরই অনেকে। এই নিয়ে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের আরও বেশি সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডেপুটি সুপার জ্যোতিষচন্দ্র দাস বলেন, মেডিকেলের পক্ষ থেকে ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমে কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে। তবে মূল অভিযুক্ত এখনও গ্রেফতার হয়নি। আমরা মেডিকলের পক্ষ থেকে বিষয়টি জুনিয়ার চিকিৎসকদের জানিয়েছি। কিন্তু তাঁরা তাঁদের অবস্থানে এখনও অনড়। ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট নিয়ে মালদা মেডিকেলে ভরতি হন মালদা শহরের রবীন্দ্রভবন এলাকার বাসিন্দা বীরেন সরকার নামে এক প্রৌঢ়। এদিন রাতে মালদা মেডিকেলের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। তাঁর মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন রোগীর আত্মীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, সেই সময় কর্মরত চিকিৎসককে বহুবার ডাকলেও তিনি রোগীর কাছে আসেননি। ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওই জুনিয়ার চিকিৎসককে মারধর ও হেনস্তা করে রোগীর পরিবারের লোকেরা। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় মেডিকেল কলেজ চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। তারা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। তবে কর্মরত চিকিৎসক ও নার্সদের অভিযোগ, মৃত ব্যক্তির চিকিৎসায় কোনো গাফিলতি হয়নি। তারপরই হাসপাতালের অন্য জুনিয়ার চিকিৎসকরা অন্দোলনের হুমকি দেন। রাতেই সমস্ত জুনিয়ার চিকিৎসক কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। কিন্তু সেই সময় কর্তারা দোষীদের গ্রেফতার করে শাস্তির আশ্বাস দেন। জুনিয়ার চিকিৎসকরা দাবি তোলেন, আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেফতার করতে না পারলে শুক্রবার দুপুর থেকে তাঁরা কর্মবিরতি রেখে অবস্থান বিক্ষোভে বসবেন।

সেইমতো শুক্রবার পুলিশ ও মালদা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ দোষীদের গ্রেফতার করতে পারেনি, এই অভিযোগ তুলে বেলা ১২ টার পর থেকে মালদা মেডিকলের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। তাঁরা মালদা মেডিকেলের এমএসভিপির পদত্যাগের দাবি তুলে স্লোগান দিতে থাকেন। জুনিয়ার চিকিৎসকরা জানান, এর আগেও রোগীর পরিবারের হাতে হেনস্তার স্বীকার হতে হয়েছে তাঁদের। কিন্তু সেই সময় মেডিকেল কর্তৃপক্ষ কোনো কড়া পদক্ষেপ নেয়নি। বারবার তাঁদের হেনস্তা ও মারধরের মতো ঘটনা ঘটছে। আগামীদিনে আর যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, সেই দাবিতে এদিন তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। এদিন বেলা ১২ টা থেকে রাত পর্যন্ত চলে তাঁদের অবস্থান বিক্ষোভ। তাঁদের দাবি, দোষীদের যতক্ষণ না পুলিশ গ্রেফতার করছে ও জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করছে, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। ইংরেজবাজার থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরের ঘটনায় মৃতের ছেলে কমল সরকার, বিমল সরকার সহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ঝলসা আটকাতে পরামর্শ

করণদিঘি, ১১ জানুয়ারি ঃ ঝলসা রোগ আটকাতে চলতি বছরেও উত্তর দিনাজপুরের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে গম চাষ না করার পরামর্শ দিল কৃষি দপ্তর। সীমান্ত থেকে পাঁচ কিমি দূরত্বের মধ্যে যে জমিগুলি রয়েছে, সেগুলি এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে। করণদিঘি ব্লকের রসাখোয়া-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকশো হেক্টর জমিতে গম চাষের পরিবর্তে ডালশস্য ও তৈলবীজ চাষের পরামর্শ দিয়েছে কৃষি দপ্তর।

ছত্রাকঘটিত ঝলসা রোগের আক্রমণে গমের শিষ সাদা হয়ে দানা নষ্ট হয়ে যায়। এই রোগের প্রভাব এতটাই মারাত্মক যে, ১৫ দিনের মধ্যে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। রোগ প্রতিরোধের জন্য এখনও কোনো ওষুধও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। কৃষকরা রোগ প্রতিরোধের সুযোগ পান না বললেই চলে। কৃষিবিজ্ঞানীদের মতে, বাংলাদেশ থেকে এই রোগের ছত্রাক এই রাজ্যে এসেছে। গত কয়েক বছরে ঝলসার প্রভাবে প্রচুর জমির গম নষ্ট হয়েছে।

করণদিঘি ব্লক সহকৃষি অধিকর্তা ডাঃ কৌশিক নাগ বলেন, 'চাষিদের সচেতন করতে দুর্গাপুজোর সময় থেকে প্রচার চালানো হয়েছে। ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিলি, মাইকিং, পাকা হোর্ডিং এবং ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে। বিশেষ করে রসাখোয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পৌটি, বেথনা, রসাখোয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুর, কাদেরগঞ্জ, খুরকা, বোররার মতো সীমান্ত গ্রামগুলিতে ব্যাপক হারে প্রচার চালানো হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'কৃষি বিভাগের তরফে সীমান্ত এলাকার কৃষকদের বিনামূল্যে সরষে, মশুর, কলাই, মুগডালের বীজ বিতরণ করার কথা বলা হয়েছে। কৃষকদের গমের পরিবর্তে এইসব ডালশস্য ও তৈলবীজ চাষ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

সারের দোকানে অভিযান

মানিকগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি ঃ সারের দাম বেশি নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা, এই অভিযোগ পেয়েই তড়িঘড়ি সারের দোকানগুলিতে অভিযান শুরু করল কৃষি দপ্তর। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তা বিক্রমদীপ ধরের নেতৃত্বে একটি দল বিভিন্ন বাজারে সারের দোকানগুলিতে অভিযান চালায়। মণ্ডলঘাট ও বেরুবাড়ি বাজারে অভিযান শুরু হয়। বিক্রমদীপবাবু বলেন, 'ইউরিয়া সার কেজিপ্রতি ৬-৭ টাকা দরে বিক্রি করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কিছু ব্যবসায়ী কেজিপ্রতি ৯-১০ টাকায় সেই সার বিক্রি করছেন। ফলে ক্ষতির মুখে পড়ছেন কৃষকরা।' তিনি জানান, বেরুবাড়ির তিনজন ও মণ্ডলঘাটের দুজন ব্যবসায়ীকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। সঠিক উত্তর না পেলে কৃষি দপ্তরের আইন অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। বিক্রমদীপবাবু জানিয়েছেন, ১৯৫৫ সালের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী আইন এবং ১৯৮৫ সালের ফার্টিলাইজার (কনট্রোল) অর্ডারকে সামনে রেখে সারের দোকানে অভিযান চালানো হয়। ফার্টিলাইজার (কনট্রোল) অর্ডারের ৪,৫ ও ৩৫ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী সারের দোকানে মজুত ঠিক না থাকলে, নগদের হিসেবে গরমিল এবং কেনার রেকর্ড ও বিক্রির মধ্যে ফারাক থাকলে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই সার ব্যবসায়ীরা কৃষি দপ্তরের নির্ধারিত মূল্যের বেশি নিতে পারবেন না। যদিও বিভিন্ন দোকানে নিয়ম মানা হচ্ছে না বলেই অভিযোগ। আর তাই এই অভিযান চলবে বলে তিনি জানান।

জল ছাড়তেই ভাঙল তিস্তার বাঁহাতি ক্যানেলের স্ল্যাব

ক্যানেলের স্ল্যাব মেরামতের কাজ চলছে। ছবি ঃ নন্দদুলাল দাস

ক্রান্তি, ১১ জানুয়ারি ঃ জল ছাড়ার পরই ধসে পড়ল তিস্তার বাঁহাতি ক্যানেলের দুই ধারের স্ল্যাব। রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর মাঝগ্রাম এলাকায় শুক্রবার সকাল পৌনে আটটা নাগাদ ক্যানেলের স্ল্যাব ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটে। ওই সময় ক্যানেলে জল ভরতি ছিল এবং ৬ নম্বর গেটটি বন্ধ ছিল। তখনই স্ল্যাব ভেঙে ক্যানেলের জল ক্রস ড্রেনের মধ্যে দিয়ে নদীতে যাচ্ছিল। স্থানীয় গ্রামবাসী ও গেট অপারেটর বিষয়টি ইঞ্জিনিয়ারদের জানান। খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে আসেন। ওই ক্যানেল দিয়ে জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৬ নম্বর গেটের অপারেটর যোগেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'বৃহস্পতিবার বেলা দুটোয় এই ক্যানেল দিয়ে মরশুমের প্রথম জল আসে। কিন্তু শুক্রবার সকালেই এই বিপত্তি ঘটে যায়। জলের চাপে ক্যানেলের দুইধারের স্ল্যাবের ওয়াল ভেঙে যায়। ওয়ালের ফুটো দিয়ে ক্যানেলের জল ক্রস ড্রেনের (সিডি) মধ্যে দিয়ে নদীতে পড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ইঞ্জিনিয়ারদের জানাতে তাঁরা জল সরবরাহ বন্ধ করে দেন।'

ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে এসে ক্যানেলের ফুটো বন্ধ করার অস্থায়ী ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন। প্রথমেই তাঁরা ভাঙা স্ল্যাব সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেন। এজন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের কাজে লাগানো হয়। দ্রুত ক্যানেল মেরামতের কাজ শুরু হয়ে যায়। বস্তায় মাটি ভরে ভাঙা জায়গায় দেওয়া হয়। সেই মতো মাটি ও প্লাস্টিকের ব্যাগের ব্যবস্থাও করা হয়। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান, প্রতিবছর প্রথমবার জল ছাড়তেই ক্যানেলের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ফাটল ধরে। গত বছরও এই ক্যানেলের স্ল্যাব ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেছিল। এইবারও একই অবস্থা। এ বিষয়ে তিস্তা ব্যারেজের এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এন পি সিং জানান, 'ক্রস ড্রেনের জন্যই ক্যানেলের ওয়ালে ফাটলের সৃষ্টি হচ্ছে। আগামী বর্ষার পর ক্রস ড্রেন ভালো করে বানানো হবে। তাহলেই আর সমস্যা থাকবে না।' ক্যানেলের ভাঙা অংশ আপাতত অস্থায়ীভাবে মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে বলে তিনি জানান।

আরও আটটি মিলে পাঠানো হবে ধান

ধূপগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি জেলায় আরও আটটি রাইস মিলে সহায়ক মূল্যে কেনা ধান পাঠানো হবে। শুক্রবার এই কথা জানান জেলার খাদ্য নিয়ামক কল্যাণ ঘোষ। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই ওই মিলগুলিকে প্রয়োজনীয় অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সহায়ক মূল্যে ধান কেনা নিয়ে কড়া নজরদারিও চালানো হচ্ছে। খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক নিজেও আধিকারিকদের থেকে বিভিন্ন ব্লক সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন।

খাদ্য দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্যের তরফে প্রায় সারাবছর ধরে সহায়ক মূল্যে ধান কেনা হবে। আর তা নিয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে নজরদারি রেখে চলেছেন খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গজুড়ে মাঝেমধ্যেই সহায়ক মূল্যে ধান কেনা নিয়ে সারপ্রাইজ ভিজিট চালানোর কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী নিজেও। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার খাদ্যমন্ত্রীর জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা সফরে আসার কথা ছিল। তবে কোনো কারণে তা বাতিল হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার খাদ্য নিয়ামক কল্যাণ ঘোষ বলেন, 'আগে ১৪টি রাইস মিলে সহায়ক মূল্যে কেনা ধান পাঠানো হত। এবার আরও আটটি রাইস মিলকে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে সহায়ক মূল্যে আরও বেশি পরিমাণ ধান কেনা যাবে।'

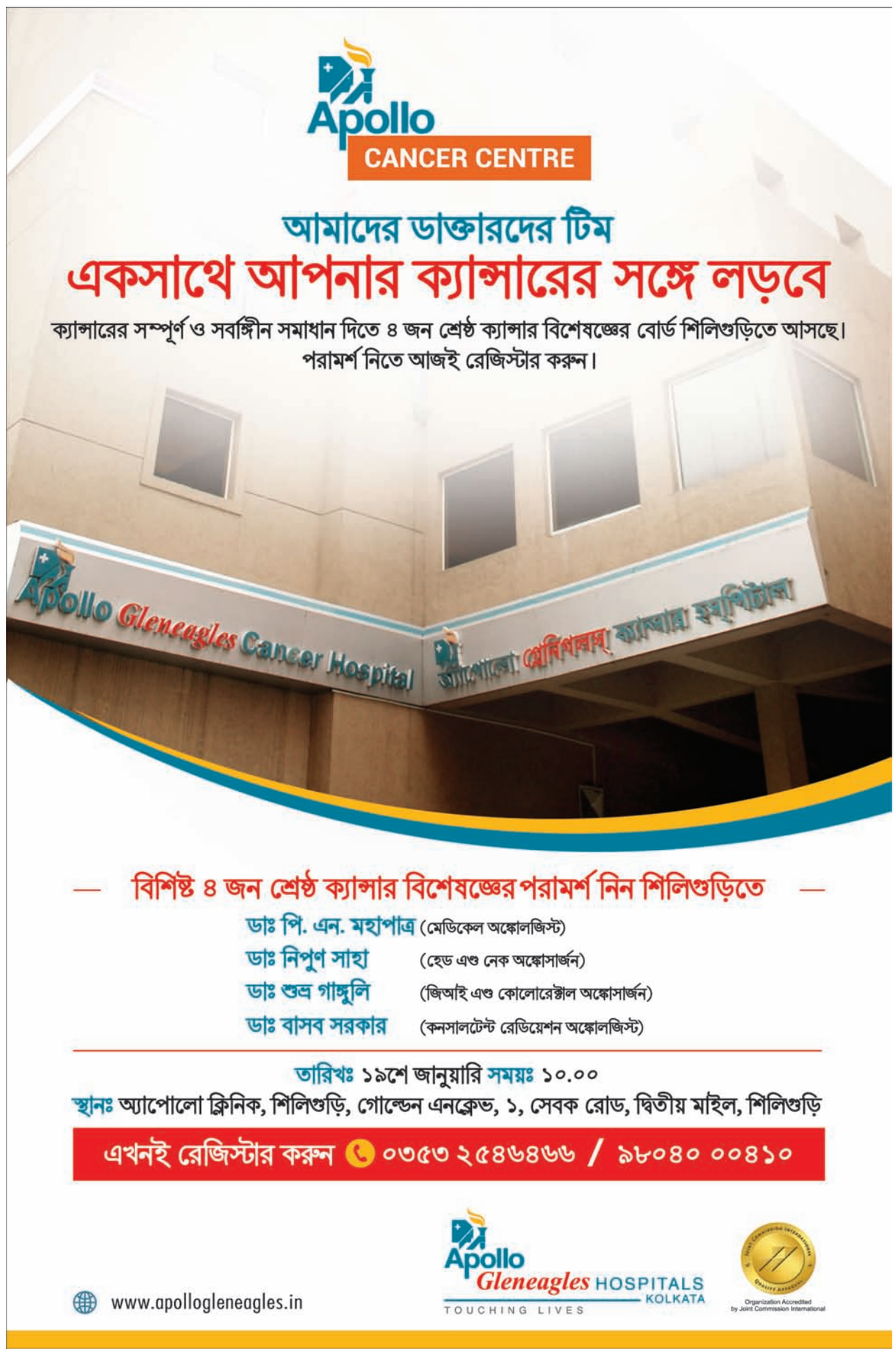

আদিবাসীদের উন্নয়নে দু'কোটি আশি লক্ষ

নাগরাকাটা, ১১ জানুয়ারি ঃ দু'কোটি আশি লক্ষ টাকার প্রাথমিক তহবিল পেল আদিবাসী উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদ। ডুয়ার্স-তরাই সহ রাজ্যের ৫৫ লক্ষ আদিবাসীর উন্নয়নে ওই টাকা খরচ করা হবে। টাকা খরচের সদ্ব্যবহার পত্র (ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট) দেওয়ার পর আরও টাকা মিলবে। আপাতত ৫ কোটি টাকার কাজের খসড়া প্রস্তাব আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে তৈরি করে রাখা হচ্ছে। এজন্য আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্ষদের সদর দপ্তর মালবাজারে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। গত ২৪ এপ্রিল রাজ্যের আদিবাসীদের জন্য আলাদা উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়। তাতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন ২৩ জন। এর মধ্যে সরকারি প্রতিনিধি রয়েছেন চারজন। পর্ষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয় যথাক্রমে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের রাজ্য সভাপতি বিরসা তিরকি ও মালবাজারের বিধায়ক বুলু চিকবড়াইককে। এই প্রথম পর্ষদকে তহবিল বরাদ্দ করল নবান্ন। উন্নয়ন পর্ষদের জন্য জলপাইগুড়ির জেলাশাসকের কাছে পাঠানো ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার প্রাথমিক তহবিল দিয়ে আপাতত শিক্ষা, সংস্কৃতি, আদিবাসীদের নানা জনজাতির ভাষার সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধী কল্যাণের মতো নানা বিষয়ের ওপর কাজ করা হবে। এজন্য পরিকল্পনাও তৈরি করা হয়েছে। ১৮ তারিখের বৈঠকে তা পাস করিয়ে জেলাশাসকের মাধ্যমে আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের কাছে পাঠানো হবে। আলাদা করে রাজ্যের আদিবাসীদের জন্য উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হলেও ডুয়ার্স-তরাই এর আদিবাসীদের জন্য অবশ্য গত ৪ বছর ধরে একটি টাস্ক ফোর্স রয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে ওই সংস্থাটির জন্য প্রতি আর্থিক বছরে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। তা দিয়ে ডুয়ার্স-তরাই জুড়ে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে উন্নয়নের নানা কাজ ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে বলে টাস্ক ফোর্স জানাচ্ছে। আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদ ও টাস্ক ফোর্স দুটিরই সদস্য তেজকুমার টোপ্পো বলেন, টাস্ক ফোর্স এর মাধ্যমে ১০০ জন দুস্থ আদিবাসীকে ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। আরও ৪০০ জনকে ঘর তৈরি করে দেওয়ার প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। পানীয় জলের ব্যবস্থাও একাধিক স্থানে করে দেওয়া হয়েছে। টাস্ক ফোর্সের পাশাপাশি এবার উন্নয়ন পর্ষদও কাজে নামতে চলায় আদিবাসীরা যে উপকৃত হবেন তা বলাই বাহুল্য। উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বিরসা তিরকি বলেন, 'টাস্ক ফোর্সের কর্মকাণ্ড শুধু ডুয়ার্স-তরাই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। উন্নয়ন পর্ষদ কাজ করবে গোটা রাজ্যের ৫৫ লক্ষ আদিবাসীর জন্যই। আপাতত যে বরাদ্দ মিলেছে তা দিয়ে প্রস্তাবিত সব প্রকল্প রূপায়ণের কাজ হয়তো হবে না। তবে প্রাথমিক কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।' এদিকে, উন্নয়ন পর্ষদ তাদের প্রথম কাজ হিসেবে কুরুখ ভাষার সম্প্রসারণে মালবাজারে একটি ১২ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে মাতৃভাষা কুরুখ চা বাগানের এমন ছাত্রছাত্রী কিংবা শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরপর একই ধাঁচের শিবির হবে সাদরি, মুন্ডারি, হো, রাভা, বোড়ো, সাঁওতালি ভাষার ওপরও। ইতিমধ্যেই কুরুখ ও সাদরি নিয়ে উন্নয়ন পর্ষদ দুটি অ্যাকাডেমিও তৈরি করে ফেলেছে।